54

18 APR 1996

তারিখ 18 APR 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

দৈনিক ইত্তেফাক

কলেজে ভর্তি ॥ পিছনের দরজা খোলা

রেজানুর রহমান ॥ নগরীর বিভিন্ন কলেজে অর্থের বিনিময়ে

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

কলেজে ভর্তির জন্য

(১ম পৃঃ পর)

ভর্তি ও পরীক্ষায় নকল সরবরাহের নিশ্চয়তা দিয়া অর্থ আদায় করা হইতেছে। এই অর্থ আদায়ের কোন

(২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

কলেজে ভর্তির জন্য

(শেষ পৃঃ পর)

রসিদ নাই। মুখে মুখে অথবা হাতে হাতে গোপনে সম্পন্ন হইতেছে এই অপকর্ম। অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন কলেজে পরীক্ষায় নকলের সুবিধাও মিলিতেছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ শিক্ষার ভার চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই দেশের প্রতিটি কলেজেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন কলেজ তাহাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বিশেষ পন্থায় রেজিষ্ট্রেশন কার্য সম্পন্ন করিত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার পর হইতেই নগরীর কয়েকটি নামকরা কলেজে অনার্স শ্রেণীতে শুরু হইয়াছে ভর্তি নিয়া দুর্নীতি। কোন কোন কলেজে ছাত্র সংসদের নেতা-নেত্রীর চাপ, বিশেষ মহলের টেলিফোনেও ভর্তি কার্য সমাধা হইয়াছে। অধিকাংশ নামকরা কলেজেই ছিল ভর্তির কৃত্রিম সংকট। কোথাও হয়তো বলা হইয়াছে আসন খালি নাই। অথচ অর্থের বিনিময়ে 'পিছন দরজা দিয়া' ভর্তি কার্য সমাধা হইয়াছে। তবে ইহার কোন প্রমাণ নাই।

একটি সূত্র জানায় অর্থের বিনিময়ে ইদানীং নগরীর কয়েকটি কলেজে নকল সরবরাহের নিশ্চয়তাও দেওয়া হইতেছে। গতকাল (মঙ্গলবার) ইত্তেফাক অফিসে আসিয়া একজন অভিভাবক অভিযোগের সুরে বলিলেন, তাহার ছোট ভাই পুরানো ঢাকার একটি কলেজের মাষ্টার্স শ্রেণীর ছাত্র। ২৪শে এপ্রিল হইতে তাহার মাষ্টার্স পরীক্ষা শুরু। কলেজের একটি গ্রুপ ২ হাজার টাকা দাবী করিয়া বলিয়াছে, এই টাকার বিনিময়ে পরীক্ষায় অবাধে নকলের সুবিধা মিলিবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই অভিভাবক বলিলেন, কলেজের অনেক ছাত্র-ছাত্রী এই ফাঁদে পা দিয়াছে। তিনি তাহার ছোট ভাইকে এই ফাঁদ হইতে বাঁচাইতে চান। খোঁজ নিয়া জানা যায়, পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে এখনও নির্দিষ্ট কোন নিয়ম চালু হয় নাই। উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী পরীক্ষার ক্ষেত্রে নিজের কলেজ কেন্দ্রে বসার সুযোগ নাই। অথচ অনার্স ও মাষ্টার্স পরীক্ষায় এই সুযোগ রহিয়াছে। ক্লাশের পাঠদান নিয়মিত না হইলেও কিছু কিছু কলেজের মধ্যে ভালো রেজাল্ট করার তীব্র প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। আর তাই কোন কোন কলেজ অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষার্থীদের অবাধে নকল করার সুযোগ করিয়া দিতেছে। কোথাও কোথাও এই অপকর্মের সহিত শিক্ষক-কর্মকর্তাও জড়িত রহিয়াছেন।